হরমোন প্রতিস্থাপন চিকিৎসায় বিকল্প হোমিওপ্যাথিক

ডা. কুণাল ভট্টাচার্য, এম ডি (হোমিও)

হরমোন প্রতিস্থাপন আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে একটি অত্যন্ত প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি। মূলতঃ ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন—এই দুই হরমোন দিয়ে হরমোন প্রতিস্থাপন চিকিৎসা করা হয়। এই দুইটি হরমোন মেয়েদের ওভারী বা ডিম্বকোষ থেকে স্বাভাবিকভাবে নিঃসৃত হয়। মহিলাদের বক্ষের আকার বৃদ্ধি, মাসিক হওয়া থেকে শুরু করে নানারকম শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়ার পিছনে এই হরমোন দুটি অপরিহার্য্য ভূমিকা পালন করে। তাই যেসব মহিলার মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে (মোনোপোজ) বা কোন কারণে ওভারী সহ জরায়ু কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে তাঁদের এই হরমোনের অভাবে নানা শারীরিক উপসর্গ দেখা দেয়। কারোর মুখ ও মাথায় আগুনের ঝলকের মতো গরম ভাব অনুভূত হয়, কারোর ক্যালসিয়ামের বিপাক ক্রিয়া ব্যাহত হয়ে হাড় ভঙ্গুর হতে শুরু করে। ফলে অল্প আঘাতেই হাড় ভেঙ্গে যায়। হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বাড়ে। বর্তমান যুগের একটি অত্যন্ত প্রচলিত রোগ পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজের পিছনের ইস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরনের গণ্ডগোল দায়ী। আবার অনেক মহিলা আছেন, যাঁদের মহিলাসুলভ আকৃতি বিকশিত হয়নি। ট্রান্সজেন্ডারদের ক্ষেত্রেও এই ঘটনা ঘটে।

তাই প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতিতে এইসব ক্ষেত্রে উপসর্গগুলি নিবৃত করার উদ্দেশ্যে কৃত্রিম ইস্ট্রোজেন এবং প্রজেস্টেরন হরমোনস ট্যাবলেট বা ইনজেকশন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। একেই বলে হরমোন প্রতিস্থাপন চিকিৎসা।

এছাড়াও গর্ভনিরোধক হিসাবে, অবাঞ্ছিত গর্ভাসঞ্চার হলে গর্ভপাত করতে, জরায়ুর ফাইব্রয়েড টিউমার ও ক্যান্সার প্রতিহত করতে, মাসিকের ব্যথা কমাতে এবং কিছু হরমোন সেন্সেটিভ ক্যান্সারের চিকিৎসাতেও এই হরমোন দুটি বহুল ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সম্প্রতি উইমেন্সস হেলথ ইনিসিয়েটিভ এবং দি মিলিয়ান উইমেন স্টাডি দলের সমীক্ষায় এই হরমোন প্রতিস্থাপন চিকিৎসার কিছু ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া উঠে এসেছে।

তাঁদের গবেষণায় জানা গেছে ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন মিশ্রিত হরমোন বড়ি দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করলে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী হয়। এই ক্ষতির মধ্যে আছে স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধি কমে যাওয়া এবং স্তনের ক্যানসারের মতন মারাত্মক রোগ। জরায়ুর টিউমার ও ক্যানসার প্রতিরোধের জন্য এই হরমোন দুটি একসঙ্গে খাওয়ালে ঐ রোগগুলি যত না প্রতিরোধ হয় তার তুলনায় ওষুধগুলির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় স্তন ক্যান্সারের সংখ্যা বেশি হয়।

এছাড়া ইস্ট্রোজেন হরমোন ট্যাবলেট হিসাবে না খাইয়ে চামড়ার নীচে ইনজেকশন হিসাবে ব্যবহার করলেও স্তন ক্যান্সারের অনেক ঘটনার কথা জানা গেছে। এইসব তথ্যের ভিত্তিতে সমীক্ষক দলের পরামর্শ হল—

১. প্রয়োজন হলে অল্প সময়ের জন্য ব্যবহার করা হলেও দীর্ঘদিন ধরে হরমোন চিকিৎসা করা উচিৎ নয়।

২. দীর্ঘদিন রোগ প্রতিরোধ, বিশেষত হাড়ের ভঙ্গুরতা কমানো বা হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধে দীর্ঘকালীন হরমোন ব্যবহারের কোন প্রয়োজন নেই।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হরমোন প্রতিস্থাপনের বিকল্প

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করালে এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যুক্ত হরমোন চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা অনেক কমে আসে। ধাতুগত হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আমাদের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলিকে এমনভাবে পুনর্নির্মাণ করে যাতে হরমোনের অভাবজনিত যেসব উপসর্গ সৃষ্টি হয়, সেগুলি অনেক কমে আসে। মাসিক বন্ধ হওয়া বা জরায়ু সম্পূর্ণ কেটে বাদ দেওয়ার (টোটাল হিস্টেরেক্টমি) পরবর্তী উপলর্গে সিপিয়া, নেট্রাম মিউর, পালসেটিলা, পলিকুলিনাম, সালফার, লাইকোপোডিয়াম দারুন কাজ দেয়। পলিসিস্টিক ওভারীতে ওই ওষুধগুলো ছাড়াও ল্যাকটুকা ভিরোসা, ফলিকুলিনাম, ওভারী ইত্যাদি অরগান স্পেসিফিক ওষুধের প্রয়োজন হতে পারে। জরায়ুর ফাইব্রয়েড টিউমারেও থ্যালাস্পি, কোনিয়াম, থুজা, ফ্রাক্সিনাস ওষুধগুলি

Scanned by CamScanner

স্টারকারেন্ট হিসাব ব্যবহার করা হয়। ক্যান্সারের যন্ত্রণা প্রসমনেও হোমিওপ্যাথিতে নির্দিষ্ট ওষুধ আছে।

এছাড়া অতিরিক্ত হরমোন ট্যাবলেট বা ইনজেকশন নেওয়ার কুফল দূর করতেও হোমিওপ্যাথি অদ্বিতীয়। এক্ষেত্রে অ্যারিস্টোলোকিয়া, সিপিয়া, ফলিকুলিনান ইত্যাদি ওষুধর নাম নেওয়া যেতে পারে।

সুতরাং ভয় পাওয়ার কিছু নেই। হরমোন প্রতিস্থাপন চিকিৎসার বিকল্প আছে। আর সেই বিকল্প হল সম্পূর্ণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ামুক্ত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা। অভীজ্ঞ হোমিওপ্যাথের পরামর্শ নিন। সুস্থ থাকুন।

শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

দেবশ্রী দাস

৩৭/২/এ নিরুপমা দেবী রোড
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর থানা এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি লি.

রেজি নং-৭৮ তারিখ: ২৪.০১.১৯৬৩

সমবায়ের আহ্বান : নিরক্ষর ও কুসংস্কার মুক্ত বিজ্ঞান মনস্ক, দূষণ মুক্ত,
গণতান্ত্রিক কর্মময় এক সুন্দর সমাজ গড়ে তুলুন।

ধন্যবাদসহ

অশোক বোস	বৃন্দাবন মিশ্র	সাখোয়াত হোসেন
সহ-ম্যানেজার	সম্পাদক	চেয়ারম্যান

Scanned by CamScanner